

রোযার বিধান

أحكام الصيام – اللغة البنغالية



جمعية الدعوة والإرشاد ونوعية الجاليات في الزلفي

Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام الصيام

أعدّه وترجمه إلى اللغة البنغالية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ.

ح) شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أحكام الصيام - الزلفي

٢٩ ص؛ ٨ × ١٢ سم

ردمك: X - ٤ - ٤٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

(الكتاب باللغة البنغالية)

١- الصوم أ. العنوان

١٧/٢٥١٢

ديوي ٢٥٢,٣

رقم الإيداع: ١٧/٤٣٠٧

ردمك: X - ٤ - ٤٤ - ٨١٣ - ٩٩٦٠

أحكام الصيام:

রোযার বিধান

রোযার হুকুম

রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি-সমূহের অন্যতম ভিত্তি। যার প্রমাণ নবী করীম-ﷺ-এর বাণী। তিনি বলেন,

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، صَوْمِ رَمَضَانَ)) [متفق عليه ٨-١٦]

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে। আর তা হলো, এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-তঁর প্রেরিত রাসূল। নামায আদায়

করা, যাকাত দেওয়া, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা”। (বুখারী ৮-মুসলিম ১৬)

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম হল রোযা। রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে এক মত। আর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হল, আল্লাহর (নিম্নের) এই বাণী,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ১৮৫]

“কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাস পায়, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখো।” (বাকুরা ১৮৫)

জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলিমের উপর রোযা ওয়াজিব। বছর বয়স সম্পূর্ণ হলে অথবা

নাভির নিচের লোম উদগত হলে কিংবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির কারণে বীর্যস্খলন ঘটলে, বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) বলে গণ্য হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ; তবে তাদের ক্ষেত্রে আরো একটি জিনিস বৃদ্ধি হবে, আর তা হল, হায়েজ (মাসিক বা ঋতুস্রাব) আরম্ভ হওয়া।

উপরোক্ত জিনিসের কোনো একটি কারো মধ্যে প্রকাশ পেল, সে বালেগ বলে গণ্য হবে।

রমযান মাসের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ পবিত্র রমযান মাসকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যে ও গুণে বিশেষিত করেছেন, যা অন্য মাসে পাওয়া যায় না। আর এই মাসের গুণ ও বৈশিষ্ট্য-গুণি হলো নিম্নরূপ,

১। ফেরেশতাগণ রোযাদারের জন্য আল্লাহর নিকট

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যতক্ষণ না সে ইফতারী করে।

২। বিতাড়িত শয়তানকে এ মাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

৩। এ মাসে রয়েছে একটি ক্বদরের রাত যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

৪। রমযান মাসের শেষ রাত্রিতে সকল রোযা-দারকে ক্ষমা করা হয়।

৫। এই মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআ'লা অনে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

৬। এই মাসের একটি উমরার সাওয়াব একটি হজ্জের সমান। অনুরূপ আবু হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হাদীসেও এই মহান মাসের ফযীলতের কথা এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه ۳۸-۷۶۰]

“যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (বুখারী ৩৮-মুসলিম ৭৬০) হাদীসে (কুদসীতে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, ((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)) [متفق عليه ۵۹۲۷-۱۱০১]

“আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকর্মের নেকী কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোযা ছাড়া। কেননা, তা

আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়। আর আমি নিজেই তার পুরস্কার দিবো।” (বুখারী ও মুসলিম)

রমযান প্রবেশের প্রমাণ

দু’টি জিনিসের যে কোন একটির দ্বারা রমযান প্রবেশের প্রমাণ হয়। যেমন, (১) রমযান মাসের চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا))

[متفق عليه ١٩٠٠-١٠٨٠]

“চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়বে।” (বুখারী ১৯০০-মুসলিম ১০৮০) রমযানের চাঁদ দেখার প্রমাণে একজন ন্যায়প-
রায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে। তবে রোযা

ছাড়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের চাঁদের প্রমাণে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যিক।

(২) শাবান মাসের ৩০দিন পূর্ণ করা। ৩০দিন পূর্ণ করলে ৩১ দিনটাই রমযান মাসের প্রথম তারিখ হবে। কারণ, রাসূল-ﷺ-বলেছেন,

((فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) متفق عليه

“যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাবান মাসের ৩০দিন পূর্ণ করো। (বুখারী-মুসলিম)

কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?

১। এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, যার আরোগ্যের আশা করা যায়। তার উপর রোযা রাখা কষ্টকর হলে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং পরে তা কাযা (পূরণ) করবে। তবে যার ব্যাধি চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ,

যার আরোগ্যের আশা থাকে না, তার উপর রোযা রাখা জরুরী নয়। সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দেব কিলো খাদ্য দ্রব্য দ্বারা খাওয়াবে অথবা পানাহারের আয়োজন করে যত দিন রোযা ছেড়েছে, ততগুলো মিসকীনকে ডেকে খাওয়াবে।

২। মুসাফিরঃ মুসাফির বাড়ী থেকে যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় বাড়ি না ফিরা পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে, যতদিন না সে সেখানে বসবাসের নিয়ত করবে।

৩। গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী মহিলারা নিজের ও ছেলের উপর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করলে, সে রোযা ছেড়ে দিতে পারবে। অতঃপর কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ত্যাগকৃত রোযাগুলি

কাযা (পূরণ) করবে।

৪। যে বৃদ্ধ (ও বৃদ্ধা) ব্যক্তির উপর রোযা রাখা কষ্টকর হবে, সে রোযা ছেড়ে দিবে, আর তাকে কাজাও করতে হবে না। সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীন খাওয়াবে।

রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ

১। ইচ্ছাকৃত পানাহার করাঃ ভুলক্রমে কোনো কিছু পানাহার করে ফেললে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ))

[رواه مسلم ১১৫৫]

“যে ব্যক্তি ভুলে গিয়ে পানাহার করল, সে যেন তার রোযা পূরণ করে।” (মুসলিম ১১৫৫) নাক

দিয়ে পেটে পানি প্রবেশ করলে, শিরার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করলে এবং প্রয়োজনে শরীরে রক্ত প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, এসবই রোযাদারের জন্য খাদ্য বলে গণ্য হয়।

২। যৌনক্ষুধা পূরণ করাঃ যখনই কোনো ব্যক্তি (তার স্ত্রীর সাথে) সহবাস করবে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর কাজা ও কাফফারা দু'টোই ওয়াজিব হবে। কাফফারা হল, কোনো ক্রীত দাস-দাসী স্বাধীন করা, তা না পেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। কোনো শরিয়াতী কারণ ছাড়া যেমন, দুই ঈদের দিন ও আয়্যামে তাশরীক (জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২-১৩ তারীখ) এ-রোযা রাখা অথবা মানসিক কারণে যেমন, রোগ-ব্যাধি এবং রোযা না ছাড়ার উদ্দেশ্যে সফর করা ইত্যাদি

ব্যতীত এই দু'মাসের কোন এক দিনও রোযা ত্যাগ করা যাবে না। কোনো কারণ ব্যতীত এক দিনও যদি রোযা বাদ দেয়, তাহলে নতুনভাবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। কারণ, এতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। যদি দু'মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ৬০জন মিসকীনকে খাওয়াবে।

৩। জাগ্রত অবস্থায় চুম্বন করার অথবা হস্ত-মৈথুনের কারণে বীর্যপাত ঘটলেঃ এতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। তবে স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না।

৪। সিঙ্গী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করলে কিংবা দানের উদ্দেশ্যে বের

করলে, রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বল্প পরিমাণ রক্ত বের বের করলে, তাতে রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ নাকের রক্ত প্রবাহের রোগ অথবা আহত হওয়ার ও দাঁত উপড়ে ফেলার কারণে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না।

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, অনিচ্ছাকৃত হলে নয়।

উপরোক্ত রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহের দ্বারা রোযা তখনই রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে, যখন সে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে এ সম্পর্কীয় শরিয়তী বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হয় অথবা ফজর উদিত হয়েছে কি না ও সূর্যাস্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার রোযা

নষ্ট হয় না। অনুরূপ স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে, যদি ভুলে করে গ্রহণ করে ফেলে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। আর উক্ত বস্তু নিজ ইখতিয়ারে গ্রহণ করতে হবে। নিরূপায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করলে, রোযা নষ্ট হবে না। বরং তার রোযা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাযাও করতে হবে না।

৬। মাসিক ও নেফাসও রোযা নষ্টকারী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রক্ত দেখার সাথে সাথেই মহিলাদের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নারীদের রোযা রাখা হারাম। তারা রমযানের পর ত্যাগকৃত রোযা কাযা (পূরণ) করবে।

এমন কিছু জিনিস যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না

১। গোসল করা, সাঁতারকাটা ও প্রচণ্ড গ্রীষ্মজনিত

তাপ হ্রাস করার নিমিত্তে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা উপভোগ করার মত কাজ রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ করাতে রোযা নষ্ট হয় না।

৩। দাঁতন করা, দিনে যে কোন সময় দাঁতন করা যাবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বরং এটা মুস্তাহাব কাজ।

৪। যে কোন বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধন যা খাদ্যের কাজ করে না। তাই যে ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে না তার ব্যবহার এবং চোখে ও কানে ঔষধের ফোটা নেওয়া জায়েজ আছে। তাতে রোযা নষ্ট হবে না, যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় যায় (তবুও)। প্রেসার ইত্যাদির কারণে উদ্ভূত শ্বাসকষ্ট হ্রাস করার লক্ষ্যে স্প্রে ইত্যাদি

ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য জায়েয আছে। খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্যে) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, তার কোনো কিছুই যেন পেটে না যায়। কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযাদারের জন্য জায়েজ আছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন পানির কোন পিছুই পেটে না যায়। অনুরূপ সুগন্ধি ব্যবহার ও শুঁকাতে কোন ক্ষতি নেই।

৫। মহিলাদের রাতের কোনো ভাগে হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ফজর পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতে পারে। অতঃপর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করবে। বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তির বিধানও অনুরূপ।

কতিপয় সতর্ক বাণী

১। কোনো কাফের রমযান মাসে দিনের কোনো অংশে ইসলাম গ্রহণ করলে, যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন থেকে নিয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশটাই পানাহার থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব। তবে তাকে এ রোযা কাজা করতে হবে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রাতের যে কোন ভাগে রোযার নিয়ত করা অপরিহার্য। তবে এটা শুধু ফরজ রোযার ক্ষেত্রে। নফল রোযার নিয়ত ফজর উদিত হওয়ার পরও করা যায়, এমনকি প্রভাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হল, কোনো কিছু যেন পানাহার না না করে থাকে।

৩। ইফতারের সময় দুআ' করা রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ لَا تُرَدُّ)) [رواه ابن

ماجة ١٧٤٣]

“ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।” (ইবনে মাজা ১৭৫৩) এই সময় যে দুআটি করার কথা প্রমাণিত তা মধ্যে হল,

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ

شَاءَ اللهُ)) [أبو داود ٢٠١٠]

“যাহাবাযযামা-উ অবতাল্লাতিল উরুকু অ সাবাতাল আজরু ইন শাআল্লা-হ।” (পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা-আল্লাহ)। (আবু দাউদ ২০১০)

৪। রোযার শুরুতে যদি কোনো ব্যক্তি দিনের কোনো ভাগে রমযান সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে

তাকে তখন থেকেই পানাহার ত্যাগ করতে হবে এবং (পরে তাকে) কাজাও করতে হবে।

৫। যার উপর রোযা কাজা আছে, তার জন্য মুস্তাহাব হল, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তাড়াতাড়ি তা পূরণ করে নেওয়া। তবে বিলম্বতেও দোষ নেই। অনুরূপ একাধারে রাখা এবং কেটে কেটে রাখা উভয়ই তার জন্য জায়েজ। কিন্তু দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েজ নয়।

রোযার সুন্নাত

১। সেহরী খাওয়াঃ কারণ নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) [متفق عليه]

“সেহরী খাও; কেননা সেহরীতে বরকত নিহিত আছে।” (বুখারী, মুসলিম) শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব

করে সেহরী খাওয়াও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-
বলেছেন,

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) متفق عليه

“যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইফতারীতে তাড়াতাড়ি ও
সেহরীতে বিলম্ব করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা
কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।” (বুখারী, মুসলিম)

২। সূর্যাস্তের পর পরেই শীঘ্র ইফতার করাঃ
সদ্যপক্ক খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। তা
না পেলে শুষ্ক খেজুর, তা না পেলে পানি দিয়ে
যদি এসবের কিছুই না পায়, তাহলে যা পাবে
তা-ই দিয়ে ইফতার করবে।

৩। রোযা রাখা অবস্থায় বেশি বেশি দুআ’ করা,
বিশেষ করে ইফতারীর সময়। কারণ, নবী করীম-
ﷺ-বলেছেন,

(ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مَسْتَجَابَاتٌ، دَعْوَةُ الصَّائِمِ،
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ)) [رواه البيهقي
وغیره]

“তিন প্রকারের দুআ গৃহীত হয়। রোযাদাদের
দুআ, অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ এবং মুসাফিরের
দুআ।” (বায়হাক্বী)

রোযাদারের উচিত রমযান মাসে রাত জেগে
ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ) [متفق عليه ٢٠٠٩-٧٥٩])

“যে দৃঢ় বিশ্বাস ও নেকীর আশায় রমযান
মাসে রাত জেগে ইবাদত করে, তার বিগত সমস্ত

গুনাহকে ক্ষমা করা হয়।” (বুখারী ২০০৯, মুসলিম ৭৫৯) তাই সকল মুসলিমের উচিত ইমামের সাথে তারাবীর নামায পূরণ করা। রাসূলুল্লাহ-
ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ

[لَيْلَةٍ]) [رواه أهل السنن]

“যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকে, তার (নেকীর খাতায়) পুরো এক রাত ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।” (সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে) অনুরূপ রমযান মাসে অধিকহারে করণীয় কর্ম-সমূহের মধ্যে হল, বেশি বেশি দান-খয়রাত করা। অনুরূপভাবে রমযান মাসে বেশি বেশি কুরআন

পড়ার যত্ন নেওয়া দরকার। কারণ, রমযান মাস কুরআনের মাস। কুরআন পাঠকারীর জন্য রয়েছে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে নেকী। আর সে নেকী এক থেকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

তারাবীর নামায

রমযান মাসের রাতে জামাত বদ্ধভাবে কিয়াম করার নামই হচ্ছে তারাবীহ। তারাবীর সময় হল, ঈশার পর থেকে নিয়ে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নবী করীম-ﷺ-তারাবীর নামায আদায় করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর এ ব্যাপারে সুন্নত হল, ১১ রাকআত পড়া এবং প্রত্যেক দু'রাকআতে সালাম ফিরা। ১১ রাক'আতের অধিক পড়াতেও দোষ নেই। তারাবীহ নামাযে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং নামাযকে

এতটা লম্বা করা সুন্নাত, যাতে মুসাল্লীদেব কৌন প্রকার কষ্ট না হয়। ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে, মহিলারাও তারাবীর নামাযে উপস্থিত হতে পারবে। তবে শর্ত হল, পর্দা বজায় রেখে, সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থেকে ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হতে হবে।

সুন্নত রোযা

নিম্নে বর্ণিত দিনগুলোতে রোযা রাখার উপর নবী করীম-ﷺ-আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন,

১। শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখাঃ নবী করাম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

[رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۱۱۶۴] كَصِيَامِ الدَّهْرِ))

“যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলো, তার পুরো বছরটাই রোযা রাখা হয়ে গেল।” (মুসলিম ১১৬৪)

২। সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখাঃ

৩। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাঃ এই রোযা চন্দ্র মাসের বিজোড় দিনগুলোতে রাখা উত্তম। যেমন, ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।

৪। আ’শুরার রোযাঃ অর্থাৎ, মুহররাম মাসের ১০ তারিখে রোযা রাখা। ইয়াহুদীদের বিরোধিতা করার জন্য ১০ তারিখের আগের দিন অথবা পরের দিনও রোযা রাখা মুস্তাহাব। আবু ক্বাতাদা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ

[السَّنة التي قبله]) [رواه مسلم ١١٦٢]

“আশুরার রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (মুসলিম ১১৬২)

৫। আরাফার দিনে রোযাঃ জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে। হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ

الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) [رواه مسلم ١١٦٢]

“আরাফার দিনে রোযা রাখলে, আল্লাহর নিকট আশা করি যে, তিনি বিগত বছরের ও আগামী বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (মুসলিম)

যে দিনে রোযা রাখা হারামঃ

১। দুই ঈদে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে।

২। আয়্যামে তাশরীকে অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের

১১, ১২ ও ১৩ তারীখে। তবে যে কেরান বা তামান্তো হজ্জ করে, সে যদি কোরবানীর পশু না পায়, তাহলে তারা উক্ত বিধানের আওতায় আসবে না। (অর্থাৎ, তারা আয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখতে পারবে)।

৩। হায়েজ ও নেফাসের দিনে রোযা রাখা।

৪। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত রোযা রাখা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ))

[متفق عليه ১০১৯২-১০২৬]

“স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী রমযান ব্যতীত অন্য কোনো রোযা রাখতে পারে না।” (বুখারী ৫১৯২, মুসলিম ১০২৬)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

৩	রোযার হুকুম
৫	রমযান মাসের মাহাত্ম্য
৮	রমযান প্রবেশের প্রমাণ
৯	কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?
১১	রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহ
১৫	যে জিনিসে রোযা নষ্ট হয় না
১৮	কতিপয় সতর্ক বাণী
২০	রোযার সুন্নাত
২৪	তারাবীর নামায
২৪	সুন্নত রোযা
২৫	শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা
২৬	সোমবার ও বৃহঃবার রোযা রাখা
২৭	আরাফার দিনে রোযা
২৭	যে দিনে রোযা রাখা হারাম